ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ

বাবা বুড়াশিবের চতুদ্দর্শী বা শিবরাত্রি মহাব্রত

জয় বাবা বুড়াশিব নিত্যনিরঞ্জন,
আদিদেব মহেশ্বর পতিতপাবন।
তুমিই যে একমাত্র সর্ব্বমূলাধার,
তুমি ভিন্ন ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর।
তোমারি ইচ্ছায় হয় সৃষ্টিস্থিতি লয়,
তুমিই বিশ্বের কর্ত্তা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তুমিই রয়েছ সব ভুবন ভরিয়া ,
মায়াতে রেখেছ সবে আচ্ছন্ন করিয়া।
তাই সবে অহঙ্কারে "আমি আমি করে,
প্রকৃতি কর্ম্মে যেয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে।
ঘুচাতে জীবের এই মোহের বন্ধন,
বহুমত পথ তুমি করেছ সৃজন।
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম আদি যত পথ আছে ,
তার এক পথে গেলেই মোহ যাবে ঘুচে।
প্রতিমাতে ঈশ্বর বুদ্ধি যাহাদের আছে,
প্রতিমা পূজাই শ্রেষ্ঠ তাহাদের কাছে।
মানুষে ঈশ্বর বুদ্ধি হয়েছে যাহার,
গুরু পূজা করাই যে প্রশস্ত তাহার।
যোগীদের আত্মাই যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা,
জ্ঞানীদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম বিচারণা।
অধিকারী ভেদে শুধু উপাসনা ভেদ।
মূলে কিন্তু বস্তুলাভ সকলেরই এক।
মহালিঙ্গ রূপে তুমি করুণা করিয়া
ঢাকাতে উত্থিত হ'লে মৃত্তিকা ভেদিয়া।
কবে যে উঠেছ তাহা কেহ নাহি জানে,
রমনার বনে ছিলে অতি সঙ্গোপনে।
তুমি যে রয়েছ হেথা সদা বিদ্যমান,
শাস্ত্রেতে রয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ।
তাই দেখে মহামনা আচার্য্য শঙ্কর,
তোমার উদ্ধার এসে করিল সত্বর।
তদবধি হ'ল ইহা মহাপূণ্য ধাম।
চারিদিকে পড়ে গেল মস্ত এক নাম।
দলে দলে লোকজন আসিতে লাগিল,
পূজিয়া তোমারে সবে সন্তাপ নাশিল।
পূজার বিধান করি দিলেন শঙ্কর,
নিয়োজিত করি তাঁর এক অনুচর।
তাঁর শিষ্যরাই ক্রমে মোহন্ত হইয়া,
এপর্য্যন্ত আসিয়াছে পূজা চালাইয়া।
বর্ত্তমানে আছেন যিনি মোহন্তের পদে,
শিব অবতার বলি মানে তাঁরে সবে।
ভগবান ব্রজানন্দ নামটি যে ধরে,
শিব পূজা করি সবে তাঁর পূজা করে।
এহেন অমূল্য রত্ন এখানে থাকায়,
স্থানের মাহাত্ম্য আরো বাড়িয়াছে তায়
এর আগে সেই পদে ছিল যেই জন,
ত্রিপুরানন্দ নাম তাঁর জ্ঞানে বিচক্ষণ।
তাঁর সমাধিটীও যে আছে শিবালয়ে,
নমস্কার করে সবে ভক্তিযুক্ত হয়ে।
শিবের ত্রিশূলখানি গাড়া যেই স্থানে
শিশুদের চুল কাটি দেয় সেই খানে।
আপদে বিপদে তারে কভু নাহি পায়,
সুস্থদেহে থাকে সদা শিবের কৃপায়।
ভক্তিভাবে শিবের স্থানে যে যাহা চায়,
শিবের প্রসাদে সে তাহাই যে পায়।
জ্ঞানীগণ পায় জ্ঞান যোগীজন যোগ,
ভক্তগণ পায় ভক্তি ,ভোগীগণ ভোগ।
অপুত্রকে পুত্র পায়, বধিরে শ্রবণ,
শক্তিহীনে শক্তি পায় অন্ধেরা নয়ন।
ছাত্রগণ উত্তরণ,হয় পরীক্ষায়,
সর্ব্ব দুঃখ যায় দূরে শিবের কৃপায়।
শিবরাত্রি উপলক্ষে হেথা সন, সন,
মস্ত এক মেলা হয় বিদিত ভুবন।
এবার হইবে তাহা দু'দিন ব্যাপিয়া,
ফাগুনের ১ আর ২ নিয়া।
এই সময় আসি হেথা বহু লোকজন,
মহানন্দে করে সবে শিবের অর্চ্চন।
কেহ পূজে ফলে ফুলে কেহ বিল্বদলে,
কেহ দেয় কাচা দুগ্ধ মস্তকেতে ঢেলে।
ধুপ দীপ নৈবেদ্যাদি বস্তু অলঙ্কারে,
কেহ কেহ পূজে তারে ষোড়শোপচারে।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বৈসে শুনে,
ঘুরে ঘুরে দেখে কেহ স্বজনের সনে।
কেহ বলে শিব শিব কেহ সীতারাম,
কেহ বলে কালী কালী কেহ রাধেশ্যাম।
হরি হরি বলে কেহ নাচে বাহুতুলে,
গুরু গুরু বলে কেহ ভাসে আঁখিজলে।
শানাই টিকার বাজে গেটের উপরে,
খোলে ঢোলে শিবধাম ঝম ঝম করে।
মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি দেয় নারীগণ,
তাহাতে যে হয় আরো আনন্দ বর্দ্ধন।
দোকান পসার সব বসে সারি সারি,
মনমুগ্ধ হয় দেখে সন্দেশের কাড়ী।
ফলমূল পড়ে বহু হয়ে স্তূপাকার ,
ভক্তগন খায় লুটে আনন্দ অপার।
হেন শুভদিনে কেউ না রবেন ঘরে,
সবাই আসুন ছুটে শিবের দুয়ারে।
দর্শন স্পর্শন আদি শিবের করিয়া,
ধন্য হয়ে যান সবে সন্তাপ নাশিয়া।